মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (masud.rahman@bb.org.bd; golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী

ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)

সমন্বয়কারী

মাহফুজা আকতার

মহাব্যবস্থাপক

সদস্য

মুহঃ গোলাম মওলা

উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোঃ মাসুদুর রহমান

সহকারী পরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৮ অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০১৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৫.৯ শতাংশ এবং এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৬.৮ শতাংশ যার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৩.২২ শতাংশ ও ১৪.৬৭ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য অনুমিত উর্ধ্বসীমা ৫.৬ শতাংশ এর বিপরীতে সেপ্টেম্বর'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৮ শতাংশ। খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতার সূত্রে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা নিম্নমুখী প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয় হ্রাস সত্ত্বেও মূলতঃ রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে কিছুটা হ্রাস হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এর চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ১৩৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা টাকার ওপর অতিমূল্যায়ন চাপ উপশম করে রপ্তানীকারকদের প্রতিযোগিতার সামর্থ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক অবদান রাখবে।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2)ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১১০৯৯.৮১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১১৮৮.৯৫ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান বৃদ্ধি পেয়েছিল ৫.৩০ শতাংশ ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে এর প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১.২৪ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা যোগান এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত ২.২১ শতাংশ বৃদ্ধি এবং তলবি আমানত ৮.৮৩ শতাংশ হ্রাস পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ০.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৯.৯৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ (অক্টোবর, ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৮) শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৮.৭৭ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১০.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

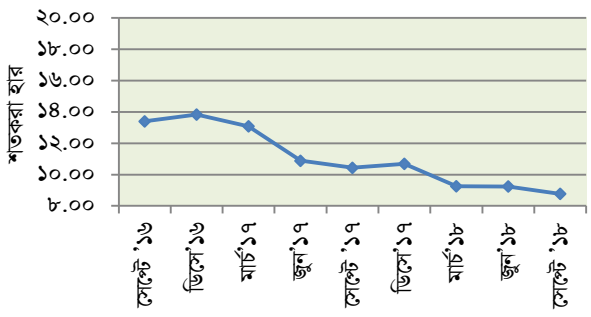

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

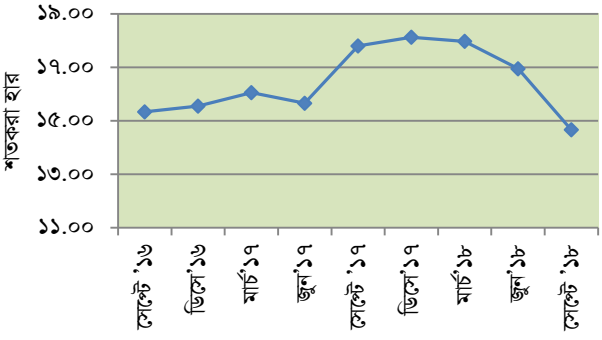

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১০২১৬.২৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৩৪০.৭৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৯৬ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ (অক্টোবর, ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৮) শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৩.২২ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১২.৮০ শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ০.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২৭.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ১.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ১৬.৯১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ২.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ১.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৪.১৪ শতাংশ এবং ৩.২৪ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৪.৬৭ শতাংশ যা সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষে ছিল ১৭.৮০ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষের ৮৭.৭২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে দাঁড়ায় ৮৮.৮৫ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদ ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ০.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৫২.৩৭ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১.৩৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ০.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষে ৬.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রাঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২৩৩৭.৪৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২২৮৪.৮৭ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ১০.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৪.১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় যথাক্রমে ১৭.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি ও ০.৭০ শতাংশ হ্রাস পায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ৫৩.৭২ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১২৪.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ (অক্টোবর, ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৮) শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ৩৭.৫২ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৫৬.৯১ বিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ (অক্টোবর, ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৮) শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬.১৪ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৪১ শতাংশ (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

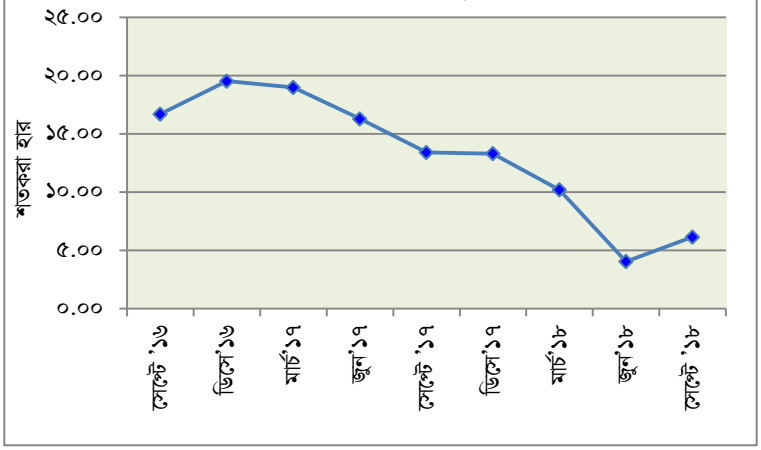

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতার সূত্রে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বারো মাসের গড়ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'১৮ শেষের ৫.৭৮ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৮ শতাংশ (চিত্র-৪)। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন'১৮ শেষের ৭.১৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৬.৭৪ শতাংশ। অপরদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন'১৮ শেষের ৩.৭৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৪.০৭ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি জুন'১৮ শেষের ৫.৫৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৪৩ শতাংশ।

চিত্র-৪ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

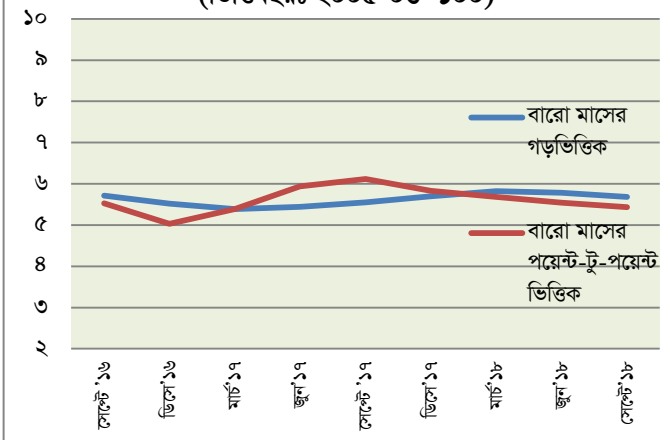

তারল্য পরিস্থিতিঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৫৫.৯৯ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ১৫৯৩.৩২ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৬৪.৮৭ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৭১৮.০৫ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৯.২৪ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১৪৪.৬২ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৫.৮৯ শতাংশ) (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, জুন ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৫২৩.২৭ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৫ঃ মোট তরল সম্পদ

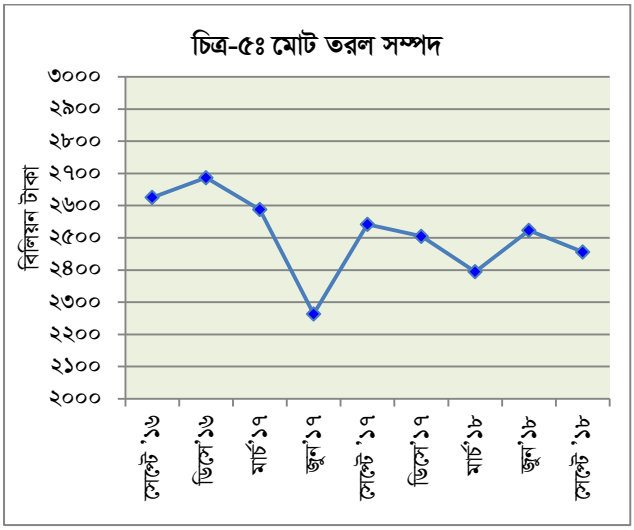

চিত্র-৬ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি
(সেপ্টেম্বর ২০১৮)

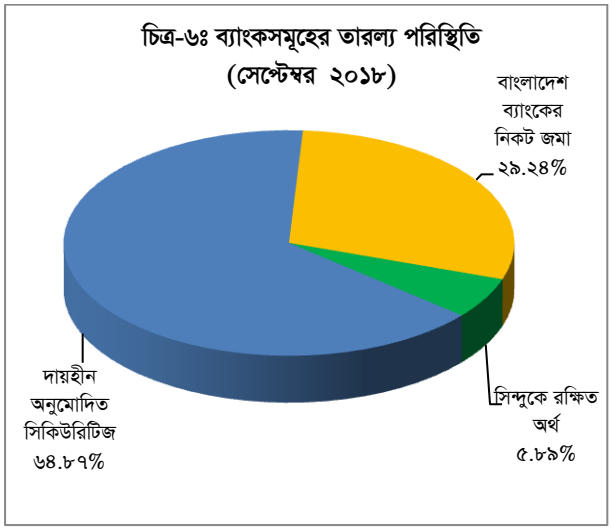

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার যথাক্রমে শতকরা ৭.২৫ ও ৫.২৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.৭৫ ভাগ ও শতকরা ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছিল। সম্প্রতি ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ হতে রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৬.৭৫ ভাগ থেকে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রিভার্স রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে।

কল মানি ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ০.১০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৪৫১২.৩৫ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩৫৪৮.৮৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৯৬৩.৫২ বিলিয়ন টাকা বা ২৭.১৫ শতাংশ বেশি।

রেপোঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ০৫টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ৪৬৯১.৮৫ কোটি টাকার ১৫টি এবং ০৩-০৭ দিন মেয়াদি ৩৩৮০.৬৬ কোটি টাকার ১৪টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল ৬.০০ থেকে ৯.০০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ০১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০৩ দিন মেয়াদি ৭৪.৮০ কোটি টাকার ০১ টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং তা গৃহীত হয়।

রিভার্স রেপো ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামের মধ্যে ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৫টি, ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৪টি এবং ৯১ ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৫টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ১৯৪.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭১৯.২৭ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ১১৮২টি দরপত্র পাওয়া যায় যার বিপরীতে ১৭২.৩৯ বিলিয়ন টাকার ২৮৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ দাখিলকৃত দরপত্রের ২৩.৯৭ শতাংশ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৮৮.৮৬ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ২১.৬১ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৮) মোট ২১৩.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাখিলকৃত ৫৪০.৯৮ বিলিয়ন টাকার দরপত্র হতে ১৬৩.১৭ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল যা ছিল উক্ত সময়ে দাখিলকৃত দরপত্রের ৩০.১৬ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৭৬.৬১ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৪৯.৮৩ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ০.৬৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৪২ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ০.৭৩ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৮৩ শতাংশ। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ৩.৭৪ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৪২ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ১৯৪.০০ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিল গৃহীত এবং ১৫৪.০০ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে ত্রৈমাসিক শেষে (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮) ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি পূর্ববর্তী

ত্রৈমাসিকের স্থিতি ২৬৯.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪০.০০ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৯.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের স্থিতি ২৪৯.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬০.০০ বিলিয়ন টাকা বেশি।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ২-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি, ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি, ১০-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি এবং ১৫-বছর ও ২০-বছর (একত্রে) মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি সহ মোট ১০টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ৯০.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৩৬.৫৮ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৭৩৫টি দরপত্রের মধ্যে ৮৬.৩৮ বিলিয়ন টাকার ১৭৫টি দরপত্র গৃহীত হয়। এ সময়ে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ২৫.৬৬ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৯৫.৯৮ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৩.৬২ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। ডিভল্বমেন্টের হার লক্ষ্যমাত্রার ৪.০২ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৮) মোট ৯৩.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৭৮.০৬ বিলিয়ন টাকার দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্যে ৮২.৩২ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১০.৬৮ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৩.৩৬৭১ শতাংশ থেকে ৮.০৪১৭ শতাংশ এবং ৫.০৪০০ শতাংশ থেকে ১০.৩৬০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৯৭.২৩ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০১৮) শেষের স্থিতির তুলনায় ৪৩.০০ বিলিয়ন টাকা (৩.১৮ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮৯.০০ বিলিয়ন টাকা (৬.৮০ শতাংশ) বেশি।

০৭-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ০৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৫৭টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ৯৪৪.৯৮ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ২৫৭টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ৫২৯.০৩ বিলিয়ন টাকার ১৫৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা ছিল ০.০১ শতাংশ থেকে ০.১৭ শতাংশ। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ শেষে ০৭ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৪.৫০ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৮) ২৩৩৬.৬৮ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৬৪৫টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ১৫০১.৯৫ বিলিয়ন টাকার ৪০৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

১৪-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ২২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ৬৮.৫৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যে ৩৩টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ৪৫.০৫ বিলিয়ন টাকার ২৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের হারের পরিসীমা ছিল ০.০২ শতাংশ থেকে ০.১০ শতাংশ। তবে, মেয়াদ পূর্তির পর নতুন কোন বিল ইস্যু না হওয়ায় সেপ্টেম্বর, ২০১৮ শেষে ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ০.০০ (শূন্য)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৮) ৫৪১.৮২ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১৭৯টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ২৫৩.০০ বিলিয়ন টাকার ৮৯টি দরপত্র গৃহীত হয়।

৩০-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও (এপ্রিল-জুন, ২০১৮) ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.২৭ শতাংশ। জুন ২০১৮ এবং সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৫.৫০ শতাংশ ও ৪.৯০ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৫৪ শতাংশ। জুন ২০১৮ এবং সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৯.৯৫ শতাংশ ও ৯.৪৫ শতাংশ (চিত্র-৭)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.২৭ শতাংশে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান ছিল ৪.৪৫ শতাংশ।

চিত্র ৭-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

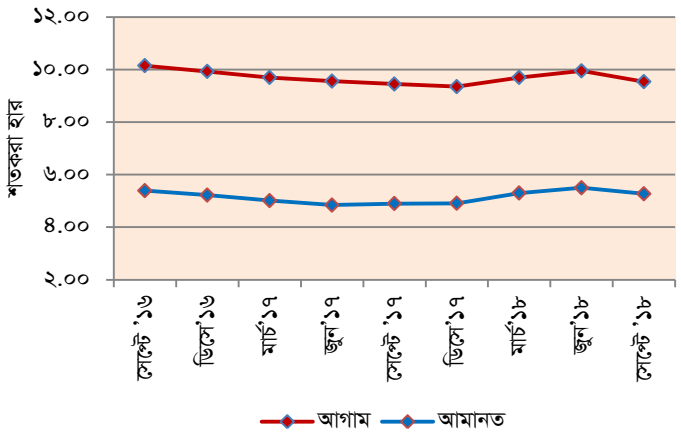

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতি ঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান জুন ২০১৮ শেষের ৮৩.৭০ টাকা থেকে শতকরা ০.০৬ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮৩.৭৫ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৮)। সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৩.৫২ ভাগ অবচিতি হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮০.৮০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ১৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। কিন্তু, এ সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৫৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। কিন্তু, কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ২৩১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে এবং এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি।

চিত্র ৮-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

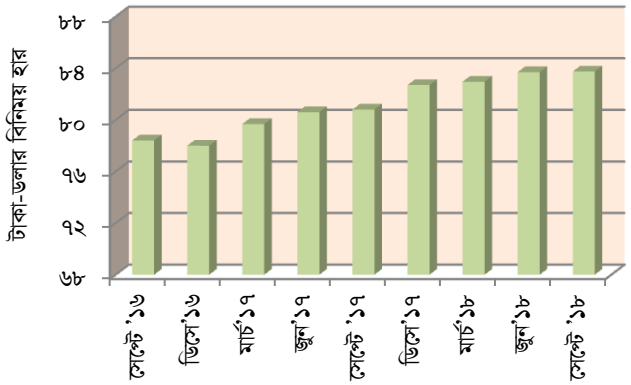

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate)ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক জুন শেষের ১০০.৪৬ থেকে ৬.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৭.৩৩ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১.৫০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ০.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাত ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.০৩ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৪.০১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৯৮ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১১.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১২.৮৪ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৪.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮৫২[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩৬৫০[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৫৪[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ১৮১৯[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭২০[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৬৬৭[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৯৫৭.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৬.৩৫ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর, ২০১৭ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২৮১৬.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৭.৮৫ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৬ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩১০৩৯.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

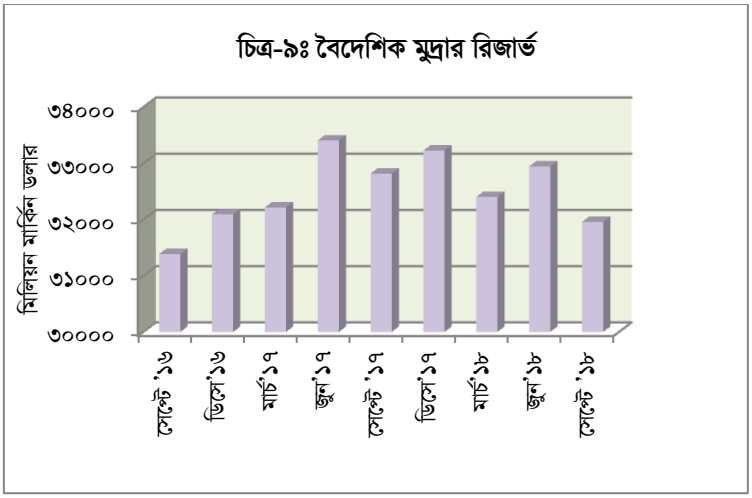

স= সংশোধিত।

সা=সাময়িক।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এবং অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ এখন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে মার্কিন ডলার, পাউন্ড স্টার্লিং, ইউরো, জাপানি ইয়েন এবং কানাডিয়ান ডলারের পাশাপাশি চাইনিজ ইউয়ান রেনমিনবি (CNY) তে ফরেন কারেন্সি ক্লিয়ারিং একাউন্ট খুলতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- কোন ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি এক ত্রৈমাসিক বা এর চেয়ে কম সময়ের জন্য প্রদত্ত হলে সেক্ষেত্রে ব্যাংক নিজস্ব বিবেচনায় সর্বোচ্চ এক ত্রৈমাসিকের সমপরিমাণ কমিশন আদায় করতে পারবে। তবে, ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ যদি এক ত্রৈমাসিকের চেয়ে বেশী সময়ের জন্য হয় সেক্ষেত্রে যে তারিখে ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ পূর্ণ হবে শুধুমাত্র ঐ নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত সময়কালের জন্য কমিশন আদায় করা যাবে।
- বাংলাদেশে কার্যরত National Payment Switch Bangladesh (NPSB) এর সদস্য সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্থাপিত সকল Point of Sale (POS) ৩১-১২-২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে NPSB-তে সংযুক্ত করতে হবে এবং POS এর মাধ্যমে সম্পাদিত আন্তঃব্যাংক কার্ডের লেনদেন NPSB এর মাধ্যমে পরিচালনা/সম্পন্ন করতে হবে।
- ব্যাংক ও আমানতকারীদের স্বার্থ বিবেচনায় ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের উপস্থাপিত এজেন্ডা সম্পর্কে ব্যাংকের পরিচালকগণ কর্তৃক পূর্ব হতে অবহিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে ব্যাংকের পর্ষদ সভায় এজেন্ডা বহির্ভূত বিষয় উপস্থাপিত না করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। তবে, অতীব জরুরী কোন বিষয় যদি একান্তই বিবেচনা করতে হয় সেক্ষেত্রে যথাযথ যুক্তি কার্যবিবরণীতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ইলেকট্রনিক পেমেন্ট ব্যবস্থার ধারাবাহিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি জনসাধারণকে এ পদ্ধতি ব্যবহারে অধিকতর উদ্বুদ্ধকরণ, গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ঝুঁকি হ্রাস ও গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্ডের মাধ্যমে Near Field Communication (NFC) প্রযুক্তিতে Contactless Payment Service দ্বারা সংঘটিত ইলেক্ট্রনিক লেনদেনের নিরাপত্তা জোরদার এবং এর সুশৃঙ্খল ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ এ ধরণের কার্ডের মাধ্যমে প্রতিটি লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণসহ Personal Identification Number (PIN)/2nd Factor Authentication (2FA)- এর বাধ্যবাধকতা পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। কেবলমাত্র EMVCo Compliant ক্রেডিট কার্ডে NFC প্রযুক্তি ব্যবহার করে লেনদেন পরিচালনা করা যাবে। NFC প্রযুক্তির মাধ্যমে সংঘটিত ক্রেডিট কার্ড-ভিত্তিক লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা ৩০০০ (টাকা তিন হাজার) মাত্র নির্ধারণ এবং উক্ত সীমার মধ্যে শুধুমাত্র NFC প্রযুক্তির কার্ড-ভিত্তিক লেনদেনের জন্য PIN/2FA ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা শিথিল করা হয়েছে। তবে, SMS এলার্ট সার্ভিসের মাধ্যমে এ ধরণের প্রতিটি লেনদেনের তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহককে অবহিত করতে হবে। গ্রাহকের পূর্বানুমতি ব্যতীত গ্রাহকের অনুকূলে ইস্যুকৃত NFC প্রযুক্তিনির্ভর কার্ডে লেনদেন কার্যকর করা যাবে না। গ্রাহক তার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী NFC এর সীমার নিচের লেনদেনও Contact এবং PIN/2FA এর মাধ্যমে লেনদেন করতে পারবে এবং এ ধরণের লেনদেন সম্পাদনের ক্ষেত্রে গ্রাহককে Issuing এবং Acquiring উভয় ব্যাংকই পূর্ণ সহযোগিতা করবে। অর্থাৎ কোনভাবে গ্রাহককে NFC প্রযুক্তিতে লেনদেনে বাধ্য করা যাবে না।

উপসংহার

সর্বোপরি, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা কঠোরকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	সেপ্টেম্বর ২০১৮	জুন ২০১৮	মার্চ ২০১৮	সেপ্টেম্বর ২০১৭	জুন ২০১৭	সেপ্টেম্বর ২০১৬	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
							জুন'১৮ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর'১৮	মার্চ'১৮ এর তুলনায় জুন'১৮	জুন'১৭ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর' ১৭	সেপ্টেম্বর' ১৭ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর' ১৮	সেপ্টেম্বর' ১৬ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর'১৭
১	২	২	৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৬৫২.৩৭	২৬৪৬.৭৪	২৬৩০.৭১	২৬৩০.৫৪	২৬৬৬.৯৭	২৪৬৭.৪৬	৫.৬৩	১৬.০৩	-৩৬.৪৩	২১.৮৩	১৬৩.০৮
							(০.২১)	(০.৬১)	-(১.৩৭)	(০.৮৩)	(৬.৬১)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৮৫৩৬.৫৮	৮৪৫৩.০৭	৭৯১০.৪২	৭৬৫৬.৪৬	৭৪৯৩.৭৯	৬৮৪৭.৭৭	৮৩.৫১	৫৪২.৬৫	১৬২.৬৭	৮৮০.১২	৮০৮.৬৯
							(০.৯৯)	(৬.৮৬)	(২.১৭)	(১১.৫০)	(১১.৮১)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১০৩৪০.৭৩**	**১০২১৬.২৭**	**৯৬৪২.০৬**	**৯১৩৩.৪১**	**৮৯০৬.৭০**	**৮০৯৭.১২**	১২৪.৪৬	৫৭৪.২১	২২৬.৭১	১২০৭.৩২	১০৩৬.২৯
							(১.২২)	(৫.৯৬)	(২.৫৫)	(১৩.২২)	(১২.৮০)
i) সরকারি খাত (নীট)	৯৫৬.৯৫	৯৪৮.৯৫	৭৪৫.৭৬	৯৪৪.৩৮	৯৭৩.৩৩	১১৩৬.৬৩	৮.০০	২০৩.১৯	-২৮.৯৫	১২.৫৭	-১৯২.২৫
							(০.৮৪)	(২৭.২৫)	-(২.৯৭)	(১.৩৩)	-(১৬.৯১)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	১৯৬.৩২	১৯২.০০	১৮১.৯৮	১৭৬.৭৭	১৭২.৮০	১৫৯.১২	৪.৩২	১০.০২	৩.৯৭	১৯.৫৫	১৭.৬৫
							(২.২৫)	(৫.৫১)	(২.৩০)	(১১.০৬)	(১১.০৯)
iii) বেসরকারি খাত	৯১৮৭.৪৬	৯০৭৫.৩২	৮৭১৪.৩২	৮০১২.২৬	৭৭৬০.৫৭	৬৮০১.৩৭	১১২.১৪	৩৬১.০০	২৫১.৬৯	১১৭৫.২০	১২১০.৮৯
							(১.২৪)	(৪.১৪)	(৩.২৪)	(১৪.৬৭)	(১৭.৮০)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৮০৪.১৫	-১৭৬৩.২০	-১৭৩১.৬৪	-১৪৭৬.৯৫	-১৪১২.৯১	-১২৪৯.৩৫	-৪০.৯৫	-৩১.৫৬	-৬৪.০৪	-৩২৭.২০	-২২৭.৬০
							(২.৩২)	(১.৮২)	(৪.৫৩)	(২২.১৫)	(১৮.২২)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১১১৮৮.৯৫**	**১১০৯৯.৮১**	**১০৫৪১.১৩**	**১০২৮৭.০০**	**১০১৬০.৭৬**	**৯৩১৫.২৩**	৮৯.১৪	৫৫৮.৬৮	১২৬.২৪	৯০১.৯৫	৯৭১.৭৭
							(০.৮০)	(৫.৩০)	(১.২৪)	(৮.৭৭)	(১০.৪৩)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	২৪৪৯.৩৬	২৫৪৮.৯৪	২২৫২.৭২	২৩১৩.২৩	২৪০০.৭৯	২০১৩.৮৯	-৯৯.৫৮	২৯৬.২২	-৮৭.৫৬	১৩৬.১৩	২৯৯.৩৪
							-(৩.৯১)	(১৩.১৫)	-(৩.৬৫)	(৫.৮৮)	(১৪.৮৬)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১৪১০.১৯	১৪০৯.১৮	১২৮১.৩৩	১৩২৮.২৩	১৩৭৫.৩২	১১৮১.২৯	১.০২	১২৭.৮৫	-৪৭.০৯	৮১.৯৬	১৪৬.৯৪
							(০.০৭)	(৯.৯৮)	-(৩.৪২)	(৬.১৭)	(১২.৪৪)
ii) তলবি আমানত	১০৩৯.১৭	১১৩৯.৭৬	৯৭১.৩৯	৯৮৫.০০	১০২৫.৪৭	৮৩২.৫৯	-১০০.৫৯	১৬৮.৩৭	-৪০.৪৭	৫৪.১৭	১৫২.৪১
							-(৮.৮৩)	(১৭.৩৩)	-(৩.৯৫)	(৫.৫০)	(১৮.৩১)
খ) মেয়াদি আমানত	৮৭৩৯.৫৯	৮৫৫০.৮৭	৮২৮৮.৪১	৭৯৭৩.৭৭	৭৭৫৯.৯৮	৭৩০১.৩৫	১৮৮.৭২	২৬২.৪৬	২১৩.৭৯	৭৬৫.৮২	৬৭২.৪২
							(২.২১)	(৩.১৭)	(২.৭৬)	(৯.৬০)	(৯.২১)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	২২৮৪.৮৭	২৩৩৭.৪৩	২১২২.৫০	২১৫২.৬০	২২৪৬.৫৯	১৮৯৮.০৮	-৫২.৫৬	২১৪.৯৩	-৯৩.৯৯	১৩২.২৭	২৫৪.৫২
							-(২.২৫)	(১০.১৩)	-(৪.১৮)	(৬.১৪)	(১৩.৪১)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫১৭.৩০	২৫৩৫.১০	২৫২৯.০৬	২৫০৮.১০	২৫২০.২৭	২৩৩০.৭২	-১৭.৮০	৬.০৪	-১২.১৭	৯.২০	১৭৭.৩৮
							-(০.৭০)	(০.২৪)	-(০.৪৮)	(০.৩৭)	(৭.৬১)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-২৩২.৪৩	-১৯৭.৬৭	-৪০৬.৫৬	-৩৫৫.৫০	-২৭৩.৬৮	-৪৩২.৬৪	-৩৪.৭৬	২০৮.৮৯	-৮১.৮২	১২৩.০৭	৭৭.১৪
							(১৭.৫৮)	-(৫১.৩৮)	(২৯.৯০)	-(৩৪.৬২)	-(১৭.৮৩)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	১০৪.৪৭	২২৫.৭২	১০০.৬৮	৬৬.৯৫	১২৯.৭৮	১০.০৪	-১২১.২৫	১২৫.০৪	-৬২.৮৩	৩৭.৫২	৫৬.৯১
সরকারি খাতে নীট ঋণ							-(৫৩.৭২)	(১২৪.২০)	-(৪৮.৪১)	(৫৬.০৪)	(৫৬৬.৮৩)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩১৯৫৭.৭০	৩২৯৪৩.৫০	৩২৪০৩.২০	৩২৮১৬.৫৯	৩৩৪৯৩.০০	৩১৩৮৫.৮৭					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ(বিলিয়ন টাকায়)	২৪৫৫.৯৯	২৫২৩.২৭	২৩৯৪.৯৫	২৫৪১.৯১	২২৬৩.৫২	২৬২৫.৭৮					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮৩.৭৫	৮৩.৭০	৮২.৯৬	৮০.৮০	৮০.৬০	৭৮.৪০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১০৭.৩৩*	১০০.৪৬	৯৮.৯৮	১০২.৮৭	১০২.৪৩	১০৪.১৯					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৬৮	৫.৭৮	৫.৮২	৫.৫৫	৫.৪৪	৫.৭১					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।